দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 SEP 1992
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

36

মেধা বিচারের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি

আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল মওলা

সম্প্রতি প্রকাশিত ৪ বোর্ডের ফলাফল দৃষ্টে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতিতে হতাশ হয়ে এই অভিমত ব্যক্ত করলাম। বাংলাদেশের বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থসম্বলিত উপরোক্ত বিষয়ের উপর জনসাধারণের অভিমত চাওয়ায় টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বর্তমানে প্রচলিত ঘুণেধরা ব্রিটিশ শাসনামলের পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কারের নিমিত্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে। আমার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে নিম্নলিখিত সংস্কার পদ্ধতি শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়তা করবে।

ক) **পরীক্ষাকাল ঃ**

১। স্কুল-কলেজের প্রতি বছর দীর্ঘকাল ছুটি বা অবসর অবশ্যই কমাতে হবে। এবং ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, শিক্ষকদের বিদায় অনুষ্ঠান বা শোকসভা, মাসিক বেতন গ্রহণের জন্য ৩/৪ দিন, শ্রেণী শিক্ষক কর্তৃক প্রথম ঘন্টা নষ্ট ইত্যাদির পাঠ্য সময়ের অপচয় যথা সম্ভব রোধ করতে হবে।

২। প্রতি বছর শেষে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ নবম শ্রেণী শেষে একবার এবং দশম শ্রেণী শেষে একবার পরীক্ষা হবে। উভয় পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল নিয়ে গ্রেড বিন্যাস হবে। সুতরাং দুই বছরের সিলেবাসকে দুই ভাগ করে পৃথক পৃথক সিলেবাসের উপর বছর শেষে পরীক্ষা হবে। এইভাবে একাদশ শ্রেণী শেষে একবার ও দ্বাদশ শ্রেণী শেষে একবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনবোধে বর্তমান কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের নিয়ে জনসংখ্যা অনুপাতে আরো দু'টি পরীক্ষা বোর্ড গঠন করা উচিৎ হবে।

৩। প্রতি বছরের পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসের শেষ পক্ষের পনের দিন ও জানুয়ারী মাসের প্রথম পক্ষের পনের দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। দশম শ্রেণী পরীক্ষা শেষে মার্চ মাসের মধ্যেই পরীক্ষার সর্বশেষ ফলাফল ঘোষণা করতে হবে।

৪। এক বিষয়ের উপর অকৃতকার্য হলে সাপ্লিমেনটারী পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। অনিয়মিত বলে কোন ছাত্র-ছাত্রী থাকবে না। নবম বা দশম শ্রেণী শেষে কোন ছাত্র ফেল করলে পরের বছর পুনরায় সব বিষয়ে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকবে।

খ) **বিভাগ ও শ্রেণীবিন্যাস ঃ**

১। বর্তমান প্রচলিত বিভাগ পদ্ধতি বাতিল করে নম্বরের হার অনুপাতে গ্রেডভিত্তিক পাসের মান নির্ণয় করতে হবে। পাসের জন্য সর্বনিম্ন নম্বর হবে শতকরা ৪০ (৪০%)।

৪০% হতে ৫৫% পর্যন্ত প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থীনি— 'ডি' গ্রেড।

৫৬% হতে ৭০% পর্যন্ত প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থীনি—'সি' গ্রেড।

৭১% হতে ৮৫% পর্যন্ত প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থীনি— 'বি' গ্রেড।

৮৬%-এর উপরে পর্যন্ত প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থীনি— 'এ' গ্রেড।

কোন প্রকার সম্মিলিত মেধা তালিকা বা বিভাগভিত্তিক (১ নং হতে ২০ নং পর্যন্ত) মেধা তালিকা থাকবে না। বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, বাণিজ্য বিভাগ, কৃষি বিভাগ ইত্যাদি পরীক্ষায় 'এ' গ্রেড শ্রেণী প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীগণই শুধু মেধা তালিকাভুক্ত হবেন।

১। সর্বমোট ১০টি বিষয়ের উপর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গ্রেড বা শ্রেণী পাওয়ার জন্য/কোন অতিরিক্ত বিষয়ের উপর/পরীক্ষা গ্রহণ/দেওয়া চলবে না।

গ) **পরীক্ষাপদ্ধতি ঃ**

১। প্রতিটি থানায় শুধুমাত্র একটি পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে।

২। প্রত্যেক পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য পৃথক পৃথক প্রশ্ন হবে। অর্থাৎ প্রতিটি বোর্ডের কেন্দ্রের সংখ্যা অনুপাতে প্রতিটি বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক প্রশ্নকর্তা থাকতে হবে। যেমন— কুমিল্লা জিলা স্কুলের একজন ইংরেজী শিক্ষক ইংরেজী ১ম পত্রের প্রশ্ন করবেন সিলেট মুন্সীগঞ্জ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের জন্য বা মহেখালী কেন্দ্রে জন্য। কাজেই প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতিটি বিভাগের ১০টি বিষয়ের জন্য ১০ জন প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন পাঠাবেন ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০ জন শিক্ষক/পরশ্নকর্তা। (এই পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া সম্ভাবনা থাকবে না)। অবশ্য ইংরেজী ও বাংলার মতো সাধারণ বিষয়ের প্রশ্নগুলো একজনেই করতে পারেন সব বিভাগের জন্য।

৩। যে বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হবে, সেই বিষয়ের খাতা ঐদিন বা পরবর্তী দিন পুলিশ প্রহরাধীনে ঐ কেন্দ্রেরই পরীক্ষণ বা খাতা কাটা সমাধা করতে হবে। কাজেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনুপাতে ১ জন/২ জন/৩ জন পরীক্ষক খাতা দেখার জন্য বোর্ডের নির্দেশক্রমে ঐ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন। পরীক্ষক অবশ্যই ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হতে হবে। প্রাপ্ত নাম্বার তালিকা কেন্দ্র নিয়ন্ত্রক (HALL SUPDT) খাতার সাথে পৃথক খামে বোর্ডে পাঠিয়ে দিবেন এবং এক কপি পরীক্ষকের কাছে থাকবে।

চলবে